দীর্ঘকাল ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
পণ্ডিত-প্রেস
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৭৫ ইং 19th June 1968 { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
টি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

এই তো খেলার দিন—
ফুটবল, বুট, এ্যাংক্লেট, হোস্
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

॥ নিঃস্ব লক্ষ্মী পেলে ॥

—০—

পৃথিবীর দরবারে আমরা 'হাভাতে' বলিয়া পরিচিত। তাবৎ দেশগুলির নিকট নানা বুলি ঝাড়িয়া খাদ্য সংগ্রহে সচেষ্ট হইতাম ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা নাই। ব্রহ্মের চাউল, আর্জেন্টিনা কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গম—সর্বত্রই আমাদের দৃষ্টি। পি, এল, ৪৮০-এর পরিচিতি আমাদের সকলের কাছে। সব দিন ত সমান যায় না। আমাদের উন্নত প্রণালীর চাষ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা খাদ্যাভাবের মত মহাশত্রুর সহিত মোকাবিলা করিতে চাহিয়াছে। 'ভেতো'-আমরা আজ 'গোমো' (গমে অভ্যস্ত অর্থে) হইয়া পড়িয়াছি। অনুরূপভাবে 'ভুট্টো' হইবারও বাকী নাই।

প্রযুক্ত বিশেষণগুলি পশ্চিমবঙ্গের হাভাতেরাই লাভ করিয়াছেন। কারণ সমস্যাদীর্ণ এই রাজ্যে খাদ্যের ঘাটতি বরাবরই রহিয়াছে। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপ লাল ত্রিভুজের অনুশাসনেও দমিতে চাহে না। প্রাকৃতিক নটরাজ-তাণ্ডবের কথা ছাড়িয়া দিই। আন্তঃরাজ্যের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য চলাচলের কড়াকড়ি দীর্ঘ দিন ধরিয়া বহাল রহিয়াছে। আর এই বিধানের জন্য কোন উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য ঘাটতি অঞ্চলে অবাধে আসিতে পারে না। নিয়ন্ত্রণের হাতকড়া পরিয়া তাহা জনসাধারণের হাতছাড়া হইয়া ট্যাণ্টালাসের পাত্রের সামিল হইয়াছে। 'আর চারটি ভাত দাও' —খাইতে খাইতে এই দাবী জানান আজ অনেকের কাছেই বেমানান। দু'চার দিনের জন্য আত্মীয়-স্বজন বাড়ী আসিলে কর্তাকে না হয় কর্তাপুত্রকে থলি হাতে 'কৃষ্ণ-বিপণি'-র অবারিত দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। অভ্যাগতের জন্য অনধিকারপ্রসূত শ্রাদ্ধ কামনা করিতে ইচ্ছুক হই।

যাহা হউক, সুখের কথা. কিছুদিন ধরিয়া প্রকাশিত একটি সংবাদে আমরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছি। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা গমের ফলনে এবার যে প্রাচুর্য্য দেখাইয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব। আর নাকি ইহারই জন্য খাদ্যশস্যের উপর হইতে বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সরকার পক্ষে বিচার-বিবেচনা চলিতে পারে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বাজারে দৈনিক যে পরিমাণ গম আমদানী হইতেছে, তাহার অর্দ্ধেকও বিক্রয় হইতেছে না এবং বাড়তি যাহা থাকিয়া যাইতেছে, তাহার সংরক্ষণ ও মজুত-করণের নানা সমস্যা। শুনা গেল, তত্রত্য স্কুলবাড়ির কিছু কিছু লইয়া এই শস্য জমা রাখার উপস্থিতমত ব্যবস্থা হইবে।

এক রাজ্যে শস্যের প্রচুর ফলনে যেখানে সমস্যা আনিয়াছে, একই রাষ্ট্রদেহের আর এক অঙ্গরাজ্যে দুইবেলা পেট পুরিয়া খাইবার মত শস্য স্বাভাবিক উপায়ে সংগ্রহ করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য-শস্যের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়িয়া এই অস্বস্তি ভোগ করিতেছে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় প্রচুর ফলনের জন্য গমের আভ্যন্তরীণ চলাচলের উপর সকল প্রকার বিধিনিষেধ তুলিয়া লওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিয়া-ছেন। চেম্বার অব কমার্সের মতে গম চলাচলের কড়াকড়ি হ্রাস করিলে পশ্চিমবঙ্গের মত ঘাটতি রাজ্যে অধিক গম আমদানী হইবে এবং তাহার ফলে এই রাজ্যে চালের বাড়তি দর ও ঘাটতির সমস্যা মিটিবার একটা সুযোগ আসিবে। কিন্তু তাহা আদৌ হইবে কি? এইজন্য একটা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হউক। ইহার অধিবেশন ও প্রতিবেদন দাখিল হইতে হইতে গম যমরাজ্যে চলিয়া যাক না।

পাঞ্জাবের রেল ষ্টেশনে নয় কোটি টাকা মূল্যের গম পড়িয়া আছে—সংবাদে প্রকাশ। পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে এই গম পড়িয়া আছে। সরকারী বা বেসরকারী স্তরের পরিবহণের দ্বারা এই গম অপরাপর রাজ্যে যদি যাইতে না পায়, তাহা হইলে উহার দ্বারা পরবর্তীকালে জমির সার হইবে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা সরকার নাকি সরকারীভাবে গম মজুত রাখার প্রায় নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌছিয়াছেন। এখন যে গম প্রতিদিন বাজারে আসিতেছে ও নিত্য জমা হইতেছে, তাহা অব্যাহত থাকিলে ভবিষ্যৎ চিত্র যে খুব আশাব্যঞ্জক, তাহা মনে হয় না।

বাঙালী হিন্দু গৃহিণী সন্তানদের বলিয়া থাকেন—'ভাত নষ্ট কোরোনা, মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হবেন।' শুধু ভাত নয়, উৎপন্ন জিনিস কোন কিছুই অবিবেচকের মত নষ্ট করা কোন মতেই বিধেয় নহে। তাহাতে উৎপাদন-লক্ষ্মী রুষ্টা হইবেন। পরিবহণ সমস্যা, রেল ওয়াগনের অভাব ও খাদ্যশস্যের চলাচলে কঠোর বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য আজ পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় গম লইয়া উদ্ভূত অবস্থায় যে কোন প্রকারের শৈথিল্য আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ বহন করিবে না। কিন্তু সচেতন হওয়ার সময় আসিবে কবে?

পানজাব-হরিয়ানা
ফলায় প্রচুর গম;
(হেথা) কন্‌ট্রোল-যম;
(হোথা) জমা নয় কম।
খাদ্য-আইন জোরে
বাঙালী না খেয়ে মরে;
সে গম যায় না আনা॥

ফরাক্কার গঙ্গায় নৌ-চলাচল বন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, নির্মীয়মান ফরাক্কা বাঁধ থেকে এক কিলোমিটার উজান ও এক কিলোমিটার ভাটা-এলাকার মধ্যে গঙ্গানদীতে নৌ-চলাচল আগামী ১লা জুলাই, ১৯৬৮ থেকে বন্ধ থাকবে।

অবিরাম বৃষ্টিতে দুর্ভোগ

প্রায় আট দিন অবিরাম বৃষ্টি হওয়ায় জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। খাদ্যসামগ্রী, তরিতরকারী ও মাছের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। এক কথায় লোকের দুর্ভোগ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

"জঙ্গিপুর সংবাদে"র মূল্য বৃদ্ধি

ডাক বিভাগ সংবাদ-পত্র প্রেরণের ডাক মাশুল ২ পয়সা স্থলে ৫ পয়সা ধার্য্য করার জন্য বছরে ১ টাকার স্থলে ২·৫০ আড়াই টাকার ডাক মাশুল লাগিবে। সেইজন্য বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকার স্থলে চারি টাকা ধার্য্য করা হইল।

দমদমে বিদেশী বিমান বিধ্বস্ত
৬ জন নিহত ও ৫৮ জন রেহাই

গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার শেষ রাত্রে ঝড়জলের সময় দমদম বিমানবন্দরের দক্ষিণ প্রান্তে রাজারহাট থানার সলুয়া দশদ্রোণ গ্রামে একটি বিদেশী বিমান ভূপতিত হলে ছয়জন নিহত এবং অন্তত পঁচিশজন জোর আঘাত পান। পঁচিশজনকেই হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে ক্যাপটেন-পাইলটও আছেন। প্যান-আমেরিকান এয়ারওয়েজের বোয়িং ৭০৭ ক্লিপার ওয়ান বিমান ব্যাংকক থেকে আসছিল। দমদমে নামার ঠিক আগে দুটো নারকেল গাছের মাথা উড়িয়ে বাতাবি লেবু, আম, লিচু, পেয়ারা গাছ ভেঙে হাজার কলাগাছের বাগান প্রায় সাফ করে বিমানটি মাঠে হুড়মুড় করে পড়ে যায়। দশজন কর্মীসহ তেষট্টিজন আরোহী ছিলেন। এ ছাড়া আরও একটি কোলের শিশু ছিল। শিশুটিসহ তাঁদের আটান্নজনই উদ্ধার পান। একজন এয়ার-হোসটেস, দু'জন মহিলা, দু'তিন বছরের একটি মেয়ে এবং একজন পুরুষ মিলে ছয়জনের দেহ আগুনে পুড়ে তালগোল পাকিয়ে যায়। বিমান-বন্দরের দমকল কর্মীরা বিধ্বস্ত বিমানের জঠর থেকে পাঁচটি মৃতদেহ টেনে বার করেন। একটি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়নি। দাউ দাউ আগুনে বিধ্বস্ত বিমানের চারদিকের মাটি জ্বলন্ত ফারনেসের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। দমকলকর্মীরা এগোতে পারেননি।

বিচিত্রভাবে রেহাই

আগুনের হাত থেকে যে আটান্নজন রেহাই পেয়েছেন, তাঁদের ঘটনাও নিঃসন্দেহে বিচিত্র। এরকম বিমান দুর্ঘটনায় সচরাচর কাউকে রেহাই পেতে দেখা যায় না। তাঁদের মধ্যে সাতাশজনকে উদ্ধার করা হয় এবং ত্রিশজন নিজেরাই লাফিয়ে প্রাণ বাঁচান।

নাটক অভিনয় ও তার পরিচালনা
(২)

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

নাটকের ভূমিকা বণ্টনের সময় পরিচালককে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। অভিনেতার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির দিকে না তাকিয়ে তাঁকে ভাবতে হবে নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্রের রূপ দিতে কোন কোন অভিনেতার চেহারা, কণ্ঠস্বর বা বাচনভঙ্গী সব চেয়ে বেশী উপযোগী। সৌখীন সম্প্রদায়ের বহু ক্ষেত্রেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, যার ফলে নাটক যথাযথভাবে রূপায়িত হয় না।

তারপর নাটকের মহলা। বড় কঠিন কাজ তখন পরিচালকের। তিনি সমস্ত ভূমিকাগুলি নিজে প্রস্তুত হ'য়ে বিভিন্ন শিল্পীদের সেইমত নির্দেশ দেবেন, বুঝিয়ে দেবেন, বারংবার চেষ্টা করে অভিনেতার কাছ থেকে নাটকীয় বাচনভঙ্গী আদায় করে নেবেন। তাতেও তাঁর কাজ শেষ হবে না। এবার তিনি অভিনেতাদের প্রবেশ, প্রস্থান ও চলার ভঙ্গী দেখিয়ে দেবেন। ছোট ছোট ভূমিকাগুলি নিয়ে পরিচালক বড়ই বিপদে পড়েন। প্রায় দেখা যায় যাকে তাকে ছোট ভূমিকায় নামিয়ে দেওয়া হয়। ভাল অভিনেতারা কখনই এই সব ভূমিকায় নামতে চান না। আর যদিও বা নামেন চরিত্রটীকে যথাযথ রূপ দিতে অবহেলা করেন। পরিচালক তা লক্ষ্য করে বিশেষ কিছুই বলেন না এবং এই দোষের জন্য বহু সুলিখিত নাটক দর্শকদের সমাদর লাভে বঞ্চিত হয়। সামান্য ত্রুটির জন্য সমস্ত নাটকীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে পরিচালকের সকল বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু একটি মানুষ সকল বিষয়ে পারদর্শী হতে পারে না, তাই প্রত্যেক বিভাগের শিল্পীদের নিয়ে পরামর্শ করা দরকার এবং তাদের কাছ থেকে পরিচালক ঠিক কি জিনিস চান সেটা তাদের বলে আদায় করে নেবেন। এইভাবে যখন নাটকে রূপটী জীবন্ত হয়ে উঠবে তখন পরিচালক নাটকীয় শুভ উদ্বোধন করবেন।

তাহলে এ কথাটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে নাট্যকার নাটক লেখেন পরিচালক সেই নাটক মঞ্চে কিভাবে রূপায়িত করবেন তার নির্দ্দেশ দেবেন আর অভিনেতা সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী নাটকের চরিত্রকে সজীব ও জীবন্ত করে তুলবেন মঞ্চে। কারণ অভিনেতা শুধু পাঠক নহেন—নাট্যকারের ভাষার পুত্তলিকা নহেন। প্রাণবন্ত সজীব সুন্দর দেহভঙ্গী—ভাষার প্রত্যেক মোচড়ে ভাবকে জীবন্ত করে তোলা—এই হচ্ছে অভিনয়ের অঙ্গ। এ কথা যিনি না বুঝবেন তাঁর অভিনয় করা বৃথা।

অজয় ও দামোদরে জলোচ্ছ্বাস
বাঁধ ভেঙ্গেছে

—•—

প্রবল বর্ষণে অজয় নদ বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে। বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের কাছে বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে। দামোদরও ক্ষিপ্ত। সদর ঘাটের কাঁচা সেতু ভেঙ্গে পড়েছে। বর্দ্ধমানের জেলা-শাসক জানান অজয়ের বাঁধ ভাঙ্গার ফলে ঐ এলাকার কয়েক হাজার বিঘা জমি জলমগ্ন হয়েছে। হুগলী জেলার মুণ্ডেশ্বরী নদী কানায় কানায় ভরে গিয়ে হরিণখোলায় ফেয়ার-ওয়েদার সেতুটি জলে ভেসে গিয়েছে। প্রবল বর্ষণে হুগলী জেলার অনেক নীচু অঞ্চল, বিশেষ করে হিন্দ মোটর এলাকা জলে ডুবে গিয়েছে। কতকগুলি নবনির্ম্মিত বাড়ীতে জল ঢুকেছে। অবিরাম বর্ষণের ফলে দামোদর প্রকল্পের মাইথন জলাধারের এক লক্ষ কুড়ি হাজার কিউসেক জল ছেড়ে দিতে হয়েছে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই জুলাই, ১৯৬৮

১৯৬৭ সালের ডিক্রীজারী

৬ অন্য ডিঃ লছমনদাস দমানী দেং ধীরেন্দ্রনাথ সাহা দাবি ২৫৪৪·২৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে চাঁদপাড়া জমির পরিমাণ ১-৫৬ শতক খং ১০৫১ ৮৩ শতক জমি খং ১০৫২

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

অম্বলের যম **আরকানা** অম্বলের যম

অম্লশূল, পিত্তশূল, টক-বমি, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, লিভার ব্যথা ও যাবতীয় পেটবেদনায় আশু ফলপ্রদ সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাইবেন

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের **অব্যর্থ** মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা,

প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।